গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা | ২৯ এপ্রিল- ৫ মে ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের শিক্ষার শক্তি অমোঘ

যতদিন তা বহন করব, আমাদের অগ্রগতি চলতেই থাকবে

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে কমরেড প্রভাস ঘোষ

মাঝ-দুপুরের তীব্র রোদ আছড়ে পড়েছে শহিদ মিনারের বিশাল ময়দানে। অসহ্য জীবনযন্ত্রণার মতো, উপস্থিত হাজার হাজার মানুষকে যেন ঝলসে দিচ্ছে বৈশাখী সূর্যের আগুন। কিন্তু ২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনে সমবেত হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের বুকে হার না মানার দৃঢ় পণ। তাই সংগ্রামের প্রতীক, হাওয়ায় উড়তে থাকা রক্তপতাকার আদলে তৈরি মঞ্চে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতির দিকে, উপস্থিত নেতৃবৃন্দের দিকে পূর্ণ মনোযোগে তাকিয়ে রয়েছেন যাঁরা—তাঁদের চোখেমুখে গভীর আগ্রহ। খেটে-খাওয়া মানুষের সংগ্রামের সত্যিকারের সাথী, দেশের একমাত্র প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদকের কাছ থেকে তাঁরা চিনে নিতে চান লড়াইয়ের পথের দিশা। বুঝে নিতে চান আশু কর্তব্য। সংগ্রামের সেই আহ্বানই ধ্বনিত হল ২৪ এপ্রিলের মঞ্চ থেকে। দলের ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস

পাঁচের পাতায় দেখুন

২৪ এপ্রিল বিশাল সমাবেশ। মঞ্চে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

‘এখানেই কমরেড শিবদাস ঘোষ কর্মীদের মধ্যে নতুন জীবনবোধের সঞ্চার করতেন’

পুরনো পার্টি-অফিসের প্রতিরূপ উদ্বোধনে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পুরনো কেন্দ্রীয় অফিসের ক্ষুদ্র প্রতিরূপের উদ্বোধন করলেন দলের পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। ২৪ এপ্রিল দলের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসের সকালে ৪৮ লেনিন সরণির নতুন বাড়িতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘পার্টি প্রতিষ্ঠার দু’বছর পর ১৯৫০ সালে এই বাড়ির একটি ছোট ঘরের মধ্যে আমাদের দলের কার্যকলাপের সূত্রপাত ঘটে। আমরা ছাত্রাবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছি, সকাল থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষ এখানে থাকতেন, বসতেন, আলোচনা করতেন। বিভিন্ন জায়গার কমরেডরা আসতেন, যেখানে যত যোগাযোগ গড়ে উঠছে, সিনিয়র, জুনিয়র নেতা-কর্মী সবার সঙ্গে তিনি মিলিত হচ্ছেন, আলোচনা করছেন, কথাবার্তা বলছেন, প্রত্যেককে নতুন করে জীবনের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তাঁরা এই ৪৮ লেনিন সরণির সিঁড়ি পার হয়ে যখন ফুটপাতে পা দিচ্ছেন, তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন।’

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, কমরেড গোপাল কুণ্ডু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ। প্রতিরূপ উদ্বোধনের আগে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের মহান রক্তপতাকা উত্তোলন করেন এবং এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের

পাঁচের পাতায় দেখুন

৪৮ লেনিন সরণির পুরনো পার্টি অফিসের প্রতিরূপ

ঝড়ে বিধ্বস্ত কোচবিহারে
ক্ষতিপূরণের দাবিতে ডেপুটেশন

১৭ এপ্রিল ৪ ঘণ্টার বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে বিধ্বস্ত কোচবিহার। কৃষির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, ঘর-বাড়ি ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। কোচবিহার ১ নং ব্লকের মোয়ামারি, ঘুঘুমারি গ্রামপঞ্চায়েতে জনসাধারণের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। কয়েকজন ঝড়ের তাণ্ডবে মারা গেছেন, আহত অসংখ্য। পাট, বোরো ধান, ভুট্টা, তামাক ইত্যাদি ফসলের অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে। গত মার্চ থেকে মাঝে মাঝেই হয়ে চলেছে ঝড় ও শিলা বৃষ্টি। টমেটো, কাঁচালঙ্কা, সহ শাকসব্জির বাগান ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে। কৃষকদের মাথায় হাত। কোচবিহার জেলা 'আলু-ধান-পাটচাষি' সংগ্রাম কমিটি ১৮ এপ্রিল জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি জানায়, মৃত ব্যক্তির পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি, ফসলের ক্ষতিপূরণ, গৃহনির্মাণের জন্য অনুদান, ঋণ মকুব, বিনামূল্যে সার-বীজ-কীটনাশক সরবরাহ করতে হবে। জেলা সম্পাদক নৃপেন কার্যী বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত অকৃষক জনগণকেও এককালীন বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ দিতে হবে।

হাওড়া-হুগলিতে স্টেশন বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে নাগরিক কমিটি

হুগলির ঐতিহ্যবাহী সিমলাগড় স্টেশনকে হল্ট স্টেশন ঘোষণা করে বেসরকারি মালিকের হাতে বিক্রি করল রেল দপ্তর। হাওড়া বর্ধমান মেন লাইনের আরও বেশ কিছু স্টেশনকে একইভাবে বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দিতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। এভাবে ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্টেশনকে বিক্রি করা, বিভিন্ন স্টেশনকে মডেল স্টেশন ঘোষণা করা, রেলের বিভিন্ন পরিষেবাকে বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া, রেলের শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ না করা, হকার উচ্ছেদ— এসবের মধ্যে দিয়ে রেলের সার্বিক বেসরকারিকরণ করতে চলেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

এর বিরুদ্ধে ২১ এপ্রিল স্টেশন চত্বরে সভা করে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) বৈঁচি লোকাল কমিটি। বক্তব্য রাখেন বৈঁচি লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড বিধান হালদার এবং হুগলি জেলা কমিটির সদস্য কমরেড দীপঙ্কর মণ্ডল। জনসাধারণের কমিটি তৈরি করে লাগাতার দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয় এই সভায়। কমরেড বিধান হালদার জানান, নাগরিক কমিটি গড়ে তোলার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

গাইঘাটা থানায় বিক্ষোভ

উত্তর ২৪ পরগণায় গাইঘাটার চড়ুইগাছিতে কিশোরী ধর্ষণের প্রতিবাদে গাইঘাটা থানায় দলের পক্ষ থেকে ২২ এপ্রিল বিক্ষোভ দেখানো এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অবিলম্বে দুয়ারে মদ প্রকল্প বাতিলের দাবি জানানো হয়।

নারী নির্যাতন ঃ বিক্ষোভে সিপিডিআরএস

২০ এপ্রিল খড়গপুরে আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণ ও খুন করে বাড়ির কাছে ফেলে রেখে যায় একদল দুষ্কৃতী। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং রাজ্যের সর্বত্র নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ২১ এপ্রিল দুর্গাপুরের প্রান্তিকা বাসস্ট্যান্ডে এবং ২৩ এপ্রিল বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাঁটির রাঙামাটিতে বিক্ষোভ দেখায় মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস।

দুর্গাপুর

রাঙামাটি, বাঁকুড়া

দুর্গাপুরের বিক্ষোভে সামিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শিবানী রায় বলেন, উন্নাও হাথরসের মতো পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র নারীরা আক্রান্ত। আমরা ছাত্রীরা প্রতি মুহূর্তে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। আশাকর্মী কেকা পাল কার্শিয়াং এর নির্যাতিতা আশা কর্মীর উপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন। রাজ্য সহ-সম্পাদক সুচেতা কুণ্ডু বক্তব্য রাখেন। রাঙামাটিতে স্থানীয় মহিলারা সংগঠিত ভাবে অহল্যা বাঈ রোড অবরোধ করেন। বক্তব্য রাখেন সবিতা ঘোষ, মঙ্গলা বারী, পাপিয়া সরেন, সুব্রত সিংহ, স্বপন নাগ প্রমুখ।

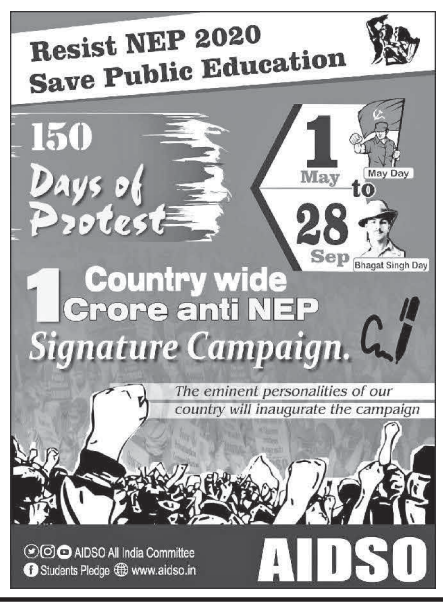

শ্রীরামপুর এসডিও অফিসে বিক্ষোভ

হুগলির কোন্নগরে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীর ধর্ষণে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের কার্যালয় এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনারের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এ আই ডি এস ও- এ আই ডি ওয়াই ও। ২৩ এপ্রিল

মিড ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ শ্যামপুরে

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে মিড ডে মিল প্রকল্প পরিচালিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও মিড-ডে-মিল কর্মীরা মাসে মাত্র ১৫০০ টাকা পান। তাও বছরে মাত্র ১০ মাস। এই কর্মীদের কোনও রকম সামাজিক সুরক্ষা, পিএফ, পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা দেওয়া হয় না। 'সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন'-এর পক্ষ থেকে বহুবার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে কর্মীদের দুরবস্থার কথা জানানো হয়েছে। কোনও ফল হয়নি। মিড ডে মিল কর্মীদের বহু পরিবারই আজ অর্ধাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।

এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে ইউনিয়নের হাওড়া জেলা শ্যামপুর-২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে ১১ এপ্রিল ব্লক অফিসের গেটে সমবেত হয়ে কর্মীরা মিছিল করে এসে বিক্ষোভ দেখান এবং দাবিপত্র জমা দেওয়া হয়। বিশেষত কর্মীদের বিনা কারণে ছাঁটাই করা, নিয়ম বহির্ভূত ভাবে স্কুলের কাজ করানো এবং প্রতি মাসে বেতন না পাওয়ার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সাগরিকা বর্মন, মলি কাইতি ও দেবশ্রী পাল সহ অন্যান্যরা। কর্তৃপক্ষ দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন পদাধিকারীদের জানাবেন বলে আশ্বাস দেন।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্যে রাজ্যে আয়োজিত সভার সংবাদ ও ছবি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে

গণদাবী-র গ্রাহক হোন

গ্রাহক মূল্য- বার্ষিক ১৫০ টাকা

পোস্টাল গ্রাহক মূল্য- ১৬৫ টাকা

পুঁজিবাদী শোষণ উচ্ছেদের ডাক দিয়ে যায় মহান মে দিবস

একটি বিশেষ দিন কোনও এক মাসের নামে পরিচিতি পেয়েছে, সম্ভবত 'মে দিবস' ছাড়া অন্য নজির নেই। এই বিশেষ দিনটির সংগ্রামী তাৎপর্য আন্তর্জাতিকভাবে সর্বত্র শ্রমিক শ্রেণির কাছে আজও একই রকমভাবে উজ্জ্বল। আজ থেকে ১৩৬ বছর আগে ১৮৮৬ সালের ১-৪ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম মালিক শ্রেণির শোষণের ইমারতে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। এর গুরুত্ব, এর আন্তর্জাতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করে এই সংগ্রামের তিন বছর পর ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের নেতৃত্বে প্যারিসে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় সম্মেলন ১ মে দিনটিকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সেই সময় থেকে এই দিনটি গভীর মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে।

মে দিবসের সংগ্রামের মূল দাবি ছিল ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবস। এই দাবিতে শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলনের চেতনা একদিনে গড়ে ওঠেনি। শ্রমিকদের মধ্যে মালিকরা এই ধারণা গড়ে দিয়েছিল যে, মালিক কাজ দেয় বলেই শ্রমিক বেঁচে আছে। মালিকরা অন্নদাতা। মালিকদের কল্যাণ হলে তবেই শ্রমিকদের কল্যাণ, ফলে তাকে কোনও ভাবেই বিব্রত করা চলে না। এই ধারণা আজও একাংশ শ্রমিকের মধ্যে আছে। সেদিন তো আরও ব্যাপকভাবেই ছিল। তা সত্ত্বেও মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অসন্তোষ, বিক্ষোভ চেপে রাখা যায়নি। তা মাঝে মাঝেই ফেটে পড়ত। এই ভ্রান্ত ধারণায় প্রথম আলো ফেলে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর লেখা 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার', মে দিবসের সংগ্রামের ৩৮ বছর আগে। ১৮৪৮ সালে লেখা এই কমিউনিস্ট ইস্তাহার মালিকের দ্বারা শ্রমিকের শোষণ স্পষ্ট করে দিয়েছিল এবং শ্রমিক শ্রেণির হাতে তুলে দিয়েছিল মুক্তির পথনির্দেশ। ঘোষণা করেছিল পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণির 'শৃঙ্খল ছাড়া' হারাবার কিছু নেই, 'জয় করবার জন্য আছে গোটা দুনিয়া'।

কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে, যতদূর জানা যায় প্রথম ধর্মঘট হয় ১৮০৬ সালে ফিলাডেলফিয়ার জুতো কারখানায়। মে দিবসের সংগ্রামের ৮০ বছর আগের ঘটনা। এই সংগ্রাম ধীরে ধীরে গতি সঞ্চার করে। ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ইস্তাহার প্রকাশের পর থেকে দেশে দেশে ইউনিয়ন গঠন ও সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা বিনোদন, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম এই আওয়াজ তোলে শ্রমিকরা।

কার্ল মার্কস ছিলেন শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির দিশারি। তাঁর চিন্তার গতিমুখই ছিল মালিকের শোষণের কবল থেকে শ্রমিকের মুক্তি। মে দিবসের সংগ্রামের ২০ বছর আগে ১৮৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর নেতৃত্বে প্রথম কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের জেনেভা কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করে, বিশ্বের সমস্ত শ্রমিকদের কাজের সময় হবে ৮ ঘণ্টা। এই কংগ্রেস বিশ্বের দেশে দেশে এই দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

মে দিবস-এর সংগ্রামের পিছনে 'প্যারি কমিউনের' সংগ্রামেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মে দিবসের সংগ্রামের ১৫ বছর আগে ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের শ্রমিকরা বুর্জোয়া সরকারকে উৎখাত করে প্যারিস শহর দখল করে সেখানে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র কায়েম করেছিল, যা ইতিহাসে 'প্যারি কমিউন' নামে পরিচিত। সংগঠিত শ্রমিকদের শক্তি কী বিপুল, এই ঘটনা তা দেখিয়েছিল। রাষ্ট্র পরিচালনার কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও ফরাসি শ্রমিকরা ৭২ দিন সেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা কায়েম রাখতে সফল হয়েছিল। বুর্জোয়া কায়েমি স্বার্থবাদীদের চক্রান্তে প্যারি কমিউন নামক শিশু রাষ্ট্রের পতন ঘটলেও এই ঘটনা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণিকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। নিজেদের শক্তি উপলব্ধি করে এবং এক একটি পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে বলীয়ান হয়েছিল তারা। এর প্রভাব পড়েছিল দেশে দেশে। যার ফলে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে।

১৮৮৬ সালের ১ মে থেকে ৮ ঘণ্টাকেই শ্রম দিবস হিসাবে আইনত গণ্য করা হবে, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, ১৮৮৪ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সংগঠিত ট্রেড ও লেবার ইউনিয়নগুলির ফেডারেশনের চতুর্থ সম্মেলনে, মে দিবসের সংগ্রামের দু'বছর আগে। কিন্তু নেতৃত্ব ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন, এ দাবি সহজে আদায় হবে না। লড়াই হবে কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী। কেন এ দাবি সহজে আদায় হবে না? কারণ শ্রম সময় বেশি রাখাটা ছিল মালিকের মুনাফাবৃদ্ধির কৌশল। শ্রম সময় কমলে মুনাফা কমবে, তাই কোনও মালিকই তাতে রাজি হবে না। মালিককে বাধ্য করতে হলে আন্দোলনকে হতে হবে ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত, শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী। এই লক্ষ্যেই পারস্পরিক নানা বিরোধ সরিয়ে রেখে ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবিতে গড়ে উঠল সংগ্রামের হাতিয়ার 'আট ঘণ্টা শ্রম সমিতি'।

১ মে আন্দোলন বহু জায়গাতে হলেও শিকাগোর আন্দোলনই তীব্র রূপ নিয়েছিল। কারণ এটিই ছিল বামপন্থী আন্দোলনের কেন্দ্র। নেতৃত্বের আহ্বানে সর্বস্তরের মানুষ—ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট, ইহুদি, গণতন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রী, অ্যানার্কিস্ট, সোসালিস্ট, কমিউনিস্ট সহ বিভিন্ন মতাবলম্বী শ্রমিকরা এতে সামিল হয়েছিলেন। ৮ ঘণ্টা শ্রমসময়ের দাবিতে স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-প্রবীণ, নিগ্রো-শ্বেতকায়, স্থানীয়-প্রবাসী, সংগঠিত-অসংগঠিত সকল অংশের শ্রমিকেরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন ১ মে-র মিছিলে। বাস্তবে এভাবে গণ অংশগ্রহণ ছাড়া আন্দোলনের সাফল্য খুবই কঠিন।

৩ মে-র সমাবেশে গুলি চালায় মার্কিন সরকারের পুলিশ। ৬ জন শ্রমিক মারা যান। উত্তাল শ্রমিক আন্দোলন রুখতে ষড়যন্ত্রমূলক পথ নেয় মালিক শ্রেণির স্বার্থবাহী পুলিশ। ৪ মে শিকাগোর হে মার্কেটে শ্রমিক সমাবেশে পুলিশের উপর বোমা ছুঁড়ে পুলিশেরই এক এজেন্ট এবং তাকে ভিত্তি করে শ্রমিকদের উপর হামলা, মিথ্যা মামলা এবং শেষে বিচারের প্রহসন ঘটিয়ে

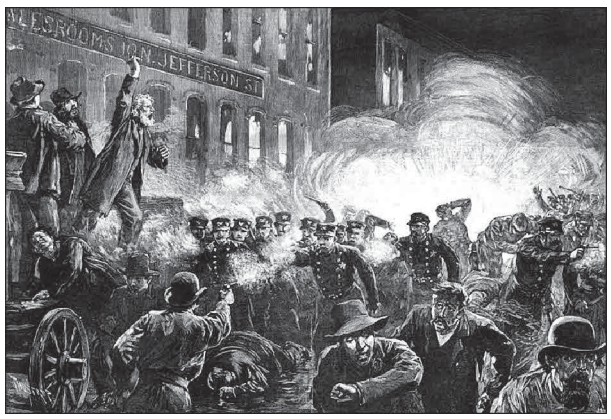

শিকাগোর হে মার্কেট, ৪ মে ১৮৮৬

আন্দোলনকারী নেতাদের ফাঁসি দেওয়া হয়। আন্দোলনে নেমে আসে এক বিরাট আঘাত।

এই ঘটনায় ফাঁসির মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেন আগস্ট স্পাইস। আদালত কক্ষে দাঁড়িয়ে বিচারকের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, 'মাননীয় মহোদয়, ... যদি মনে করেন আমাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে পদদলিত করতে পারবেন ... তবে দিন আমাদের ফাঁসি। ... কিন্তু মনে রাখবেন, আপনাদের সামনে এখানে সেখানে সর্বত্র জ্বলে উঠবে লকলকে অগ্নিশিখা। এ হল মাটির তলার আগুন। এ আগুন নিভিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আপনাদের নেই। পৃথিবীর গভীরে জ্বলতে থাকা এ আগুন আপনারা নিভিয়ে দিতে পারবেন না।'

আদালতে তিনি আরও বলেছিলেন, 'বৈজ্ঞানিক বিচার-পদ্ধতি অনুকরণ করে আমরা অবিসংবাদিত রূপে এই সত্য প্রমাণ করেছি যে, বর্তমান সামাজিক অসাম্যের উৎসই হল মজুরি ব্যবস্থা। ...আমরা এ কথাও বলেছিলাম যে, সমাজ প্রগতির যৌক্তিক প্রয়োজনে এই মজুরি ব্যবস্থাকে উন্নততর সভ্যতার জন্য পথ ছেড়ে দাঁড়াতে হবে। শুধু তাই নয়, মজুরি ব্যবস্থাই পথ করে দেবে নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপনের জন্য। সমাজ ব্যবস্থা চলবে সহযোগিতার ভিত্তিতে—তার নাম সমাজতন্ত্র।'

মে দিবসের সংগ্রামের চার বছর পর ১৮৯০ সালে মার্ক্সের সহযোদ্ধা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস গভীর প্রত্যয়ের সাথে লিখেছেন, ইতিহাসে এই প্রথম শ্রমিক শ্রেণি একটি সৈন্যবাহিনী হিসাবে, একই পতাকাতলে একটিমাত্র লক্ষ্য পূরণের জন্য সংগ্রাম করছে। সেই লক্ষ্য হল ৮ ঘণ্টা কাজের দিনকে আইনের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এঙ্গেলসের আক্ষেপ, এই আনন্দের মুহূর্তে কার্ল মার্ক্স নেই, যিনি মে দিবসের সংগ্রামের অন্যতম প্রেরণা। ১৮৮৩ সালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

আজ বাম-ডান কত শ্রমিক সংগঠনই তো মে দিবস পালন করে। কিন্তু মে দিবসের শহিদের এই আবেদনের মূল্য দেয় ক'জন? এই উপলব্ধি জনিত ঘাটতি এবং শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রাম দুর্বল থাকায় মালিকরা আজ বেপরোয়া। শ্রমিকদের অধিকারগুলি এক এক করে হরণ করছে তারা। বহু সংগ্রামের এবং আত্মদানের মধ্য দিয়ে 'মে দিবস'-এর যে গৌরবময় অর্জন—মালিকরা তা নস্যাৎ করে দিয়েছে। আজ আবারও ১২ ঘণ্টা/১৪ ঘণ্টা করে শ্রমিকদের খাটানো শুরু হয়েছে। 'মে দিবসে'র অর্জিত অধিকারগুলি লুট হয়ে গেছে— শুধু এ দেশে নয়, সব পুঁজিবাদী দেশেই। লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র শ্রমদিবস ৮ ঘণ্টার থেকে কমিয়ে আনা শুরু করেছিল।

১৯২৬ সালে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় কাজের দৈনিক সময় কমিয়ে করা হয় সাড়ে সাত ঘণ্টা। ১৯২৯ সালে ঘোষণা করা হয় সপ্তাহে ৫দিন কাজ করতে হবে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ঘোষণা করেছিল সবাইকে সাদ্যানুযায়ী কাজ করতে হবে এবং উপযুক্ত কাজ দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। শ্রমিকদের এখানে এত অধিকার ছিল যে, বেতন কাঠামো কী হবে, কর্তৃপক্ষের সাথে সেই বৈঠকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক শ্রমিক অংশগ্রহণ করত। এই সমাজতন্ত্র শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করেছিল। নর-নারীর বেতন বৈষম্য দূর করেছিল। এই সমাজতন্ত্রেই মানুষ মুক্তির স্বাদ পাচ্ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক পুঁজিতন্ত্র ও দেশের মধ্যে পরাজিত পুঁজিবাদ এবং মার্ক্সবাদ বিচ্যুত সংশোধনবাদ সমাজতন্ত্রকে ভেঙে দিয়েছে। পুঁজিবাদী রাশিয়া শ্রমিক শ্রেণির পায়ে আবার পরিয়েছে মজুরি দাসত্বের শৃঙ্খল। পুঁজিবাদী রাশিয়া এখন সাম্রাজ্যবাদী রূপ ধারণ করে ইউক্রেনে দু'মাসের বেশি সময় ধরে স্থল ও আকাশ পথে হামলা চালিয়ে দেশটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আজ ইউক্রেন, রাশিয়া সহ গোটা বিশ্বের মানুষ উপলব্ধি করছেন শান্তির জন্য সমাজতন্ত্র কত জরুরি।

'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও', কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের স্লোগান। কেন এক হবে দুনিয়ার শ্রমিক? কারণ, সব দেশের শ্রমিকই মালিকি শোষণের কারাগারে বন্দি। এই শোষণ মুক্তির সংগ্রামে তারা একে অপরের বন্ধু। মে দিবসের সংগ্রামে ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবি প্রধানত থাকলেও এর মধ্যে নিহিত ছিল পুঁজিবাদ উচ্ছেদের মর্মবস্তু। যা আগস্ট স্পাইসের আদালতে পেশ করা বক্তৃতায় প্রতিফলিত। মে দিবস পালন করব আবার মালিকি ব্যবস্থা রক্ষা করব বা যে সমস্ত দল পুঁজিবাদকে সেবা করে চলেছে তাদের পতাকা বহন করব—এটা দ্বি-চারিতা। শ্রমিক আন্দোলনকে এর প্রভাব থেকে মুক্ত করার মধ্যেই রয়েছে মে দিবস উদযাপনের যথার্থ তাৎপর্য।

এ শক্তির উৎস কোথায়

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম, প্লাস্টারহীন ইটের দেওয়ালে কাঁচা হাতে তুলির টান পড়েছে। ফুটে উঠেছে কটা অক্ষর— ২৪ এপ্রিল শহিদ মিনার ময়দান চলুন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পশ্চিম থেকে পূর্বে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে কয়েক সপ্তাহ ধরে গ্রাম, গঞ্জ, হাট-বাজার, শহরের রাজপথ কিংবা গলিপথ ধরে এগিয়ে গেলে দেওয়ালে লেখা এ আহ্বানে চোখ একবার অন্তত পড়েনি এমন মানুষ কম। কোথাও লেখা বেশ অভ্যস্ত পাকা হাতের, একবার চোখ পড়লেই দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। কোথাও বা নিতান্ত অপটু হাতের চেষ্টা, কিন্তু তাও চোখ না টেনে পারে না। এই কাঁচা অপটু দেওয়াল লিখনও যেন অদম্য শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ঘোষণা করছে— প্রতিকূলতা, ঝড় ঝাপটা যতই আসুক না কেন, আমরা পিছিয়ে যাব না।

দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে শিবপুর সেন্টারে কমরেড শিবদাস ঘোষের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সারা ভারতের অন্তত ২৩টি রাজ্যে রাজধানী শহর বা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই দিনটিকে সামনে রেখে সভা এবং নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। কলকাতার শহিদ মিনারে ২৪ এপ্রিলের সমাবেশ আজ এক বিশেষ ঐতিহ্যে পরিণত। পশ্চিমবঙ্গের বামমনস্ক মানুষ এই সমাবেশের খোঁজ নিতে থাকেন অনেক আগে থেকেই। নির্বাচন কিংবা করোনা পরিস্থিতির কারণে যে বছর এই সমাবেশ হতে পারেনি তার খোঁজও তারা নিয়েছেন। বামপন্থী আন্দোলনের বর্তমান রূপরেখা, আগামী দিনের কর্তব্য বুঝে নিতে যে হাজার হাজার মানুষ ওই দিন শহিদ মিনার ময়দানে আসেন, তাঁরা জানেন এই বিশাল সমাবেশের খবর কোনও খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেল, রেডিও প্রচার করবে না। অথচ সারা পশ্চিমবঙ্গে শহর গ্রামে ছড়িয়ে গেছে এর কথা। ছড়িয়েছে মুখে মুখে, ছড়িয়েছে বাড়ি বাড়ি নিবিড় প্রচারে, দেওয়াল লিখনে, হাতে লেখা বা ছাপা পোস্টারে। হয়েছে অসংখ্য হাটসভা, পথসভা, ছোটো ছোটো প্রচার স্কোয়াড। কোথাও আবার সুসজ্জিত প্রদর্শনীতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের নানা উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে। বহু এলাকায় হয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তা সংবলিত বইয়ের স্টল।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাতজেলিয়ায় সমাবেশের প্রস্তুতিতে মিছিল

হাজরায় শিবদাস ঘোষের মূল্যবান উদ্ধৃতি প্রদর্শনী ও প্রচারসভা

২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচন এবং পরবর্তী দুটি বছর করোনা অতিমারি জনিত অস্বাভাবিক পবিস্থিতিতে ২৪ এপ্রিলের কেন্দ্রীয় সমাবেশ হতে পারেনি। তাই এই বছরের সমাবেশ ঘিরে আগ্রহ অনেক

২৪ এপ্রিল সমাবেশে গণসঙ্গীত পরিবেশন করছে দলের সঙ্গীতগোষ্ঠী

লড়াইয়ের কর্তব্য। যেমন তেমন বাঁচা নয়, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী মাথা উঁচু করে মানুষের মতো মর্যাদা নিয়ে বাঁচা।

কলকাতা থেকে দূরবর্তী জেলাগুলির আসার ক্ষেত্রে সমস্যা কম নয়। করোনা অতিমারির সময় থেকে জেনারেল কম্পার্টমেন্ট বন্ধ রেখেছিল রেল, আজও তা বন্ধ। ফলে সকলকে আসতে হবে রিজার্ভেশন করে। তার জন্য লাগবে অনেক টাকা। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি থেকে এই যাতায়াতে টিকিট এবং খাওয়া খরচ ধরে প্রায় এক হাজার টাকা খরচ। কোথায় পাবেন গরিব মানুষ? জলপাইগুড়ির মানিকগঞ্জ কিংবা নাথুয়া হাটের দিনমজুরি করা কর্মীরা তাই অতিরিক্ত কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে জোগাড় করেছেন টাকা। অনেকেই আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের কাছে চেয়েছেন পাথেয়। তাঁরাও দিয়েছেন। যে কর্মী সমর্থকরা আসতে পারেননি তাঁরাও যথাসাধ্য টাকা তুলে দিয়েছেন অন্যদের যাতায়াত খরচের জন্য। মালদার কর্মীরা একই পদ্ধতিতে টাকা জোগাড় করেও যখন পুরো টিকিটের দাম তুলতে পারেননি, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেকটি টিকিট কাটা সম্ভব, বাকিরা ঝুঁকি নিয়েই ট্রেনে উঠবেন। টিকিট পরীক্ষক এলে বোঝাবেন, কেন এই যাওয়ার আহ্বান তাঁরা ফেলতে পারেননি, যদি তিনি ছেড়ে দেন ভাল, না হলে জেলে যেতেও তাঁরা প্রস্তুত হয়েই উঠেছেন ট্রেনে। পুরুলিয়ার বাগমুণ্ডি, আড়শা, ঝালদার কর্মীরা যখন আগের দিন দুপুরে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন তখন এলাকা পুড়ছে রোদে, তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রির বেশি। আগে যত ট্রেন চলত, তাঁরা সন্ধ্যায় বেরিয়ে কলকাতা আসতে পারতেন। এখন উপায় নেই, তাই তাঁরা দূর গ্রাম থেকে গাড়ি ভাড়া করে ২৩ তারিখে এসেছেন ঝালদা রেল স্টেশনে। সেখান থেকে বিকেলে ট্রেন ধরে পৌঁছেছেন খড়গপুর। সারা রাত স্টেশনে কাটিয়ে ভোরের লোকাল ধরে হাওড়া। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গোসাবা, পাথরপ্রতিমার জি-প্লট, এল-প্লট, সাগর থেকে রওনা দিতে হয়েছে রাত থাকতে, প্রথমে জলপথ, তারপর মোটরভ্যান কিংবা অন্য গাড়িতে স্টেশন, সেখান থেকে ট্রেন। অনেকে ২৪-এর রাতে বাড়িও পৌঁছাতে পারবেন না। থাকতে হবে স্টেশনে কি কাকদ্বীপে কোনও আশ্রয়ে। জটা কঙ্কনদীঘি, রায়দীঘির নানা গ্রাম থেকেও একইভাবে এসেছেন কর্মী সমর্থকরা। বাস কিংবা ট্রাক ভাড়া এখন এত বেশি যে, সরাসরি তার ব্যবস্থা করার উপায় নেই। অদ্ভুত এক দৃঢ়পণ— যত কষ্টই হোক তবু এই দিনটাতে ময়দানে আসতে হবেই। প্রবল দাবদাহকে উপেক্ষা করে শিয়ালদহ এবং নানা জায়গা থেকে মিছিল করে কর্মী-সমর্থকরা সমাবেশে এসেছেন।

এই সমাবেশের খরচ জোগাড় করতে কলকাতা সহ রাজ্যের সব জেলাতেই সাধারণ মানুষের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন দলের কর্মীরা। শুধু তাই নয়, নিজেরাও পারিবারের খরচ বাঁচিয়ে টাকা জমিয়েছেন, দলকে দিতে হবে বলে। কমসোমলের কিশোর-কিশোরীরাও প্রতিদিন কিছু না কিছু টাকা জমিয়েছে, বড়দের কাছে চেয়েছে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতির সামনে গার্ড-অব অনারে যে তাকে পৌঁছাতেই হবে।

অন্য দল যখন বড় বড় সভা করে তার চাকচিক্যই আলাদা, টাকার স্রোত সেখানে বয়ে যায়। অন্যদিকে ২৪ এপ্রিল দেখা গেল বৈভব নয়, এক অপূর্ব নিষ্ঠা, সৌন্দর্যবোধের ছাপ মঞ্চ থেকে মাঠের সর্বত্র। এমন একটা দল, যাদের পিছনে মালিকদের টাকার থলির জোর নেই, বুর্জোয়া মিডিয়ার প্রচার নেই, প্রশাসন পাশে নেই, স্বাভাবিকভাবেই মিডিয়াতে মুখ দেখা যায় এমন তারকাদের হুড়োহুড়ি নেই, তবু প্রখর রোদে, গরমে হাজার হাজার মানুষ কোন শক্তিতে সব প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করতে পারেন?

প্রখর দাবদাহ উপেক্ষা করে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সমাবেশ অভিমুখে মিছিল

বাঁকুড়ার মাচানতলায় ২৪ এপ্রিলের প্রচার ও শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী

প্রশ্নটা শুনে, ময়দানের শহিদ মিনার ঘেঁষা অংশে বুকস্টলের সামনে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধ একমুখ হাসি নিয়ে একটা বই তুলে দেখালেন—এটাই শক্তি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই সেই শক্তি। উত্তরটা বিবেকে একটা ধাক্কা দিল— দৃষ্টি গেল পতপত করে ওড়া মঞ্চের লাল পতাকাটার দিকে। ওকে তুলে রাখার শক্তি যে এখানেই মজুত।

নতুন জীবনবোধের সঞ্চার করতেন

একের পাতার পর

প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। দলের সঙ্গীত গোষ্ঠী ২৪ এপ্রিলের উপর রচিত গান এবং কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ-সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে থেকেই কমরেড শিবদাস ঘোষ উপলব্ধি করেন, স্বাধীনতা এলেও এদেশে গণমুক্তি অধরাই থাকছে। এ দেশে একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির অভাবেই যে স্বাধীনতার সুফল আত্মসাৎ করতে পারল দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণি—এই সত্য উপলব্ধি করে কমরেড শিবদাস ঘোষ হাতে গোনা কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে শুরু করেন ভারতের মাটিতে যথার্থ একটি সাম্যবাদী দল গড়ে তোলার সংগ্রাম। এর মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে এস ইউ সি আই (সি)। এই দল গড়ে তোলার কঠোর কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কমরেড শিবদাস ঘোষ হয়ে ওঠেন এ যুগের এক অনন্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

ও বিশ্ব-সর্বহারা শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম মহান নেতা। কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, এই মহান নেতার সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করা আমাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য। তিনি উল্লেখ করেন, মানবসভ্যতার মহান সন্তান যাঁরা, যাঁদের হাত ধরে এই সভ্যতা এগিয়েছে, আজকের দিনে বিশেষত যে মহান নেতাদের শিক্ষাকে পাথেয় করে সর্বহারা শ্রেণি মানব মুক্তির রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছে, সেই মহান মার্কস থেকে শুরু করে মাও সে-তুঙ পর্যন্ত নেতাদের বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিচিহ্নকে রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে। একইভাবে তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরি মহান নেতা শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী স্মৃতিচিহ্নগুলিকে সংরক্ষণ করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে যে কর্মীরা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে আসবেন, এই সব স্মৃতি তাঁদের প্রেরণা জোগাবে। কমরেড শিবদাস ঘোষের মরদেহ নিয়ে মিছিলও কীভাবে বিপ্লবের কাজে বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার উল্লেখ করেন তিনি। ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের মূর্তি এবং টালায় বনমালী চ্যাটার্জী স্ট্রিটের যে কমিউনে কমরেড শিবদাস ঘোষ থাকতেন সেখানেও তাঁর স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা উল্লেখ করে তিনি ভারতের নানা রাজ্যে এই মহান নেতার মূর্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

দীর্ঘদিন পুরনো বাড়িটিতে কাজ চালানোর পর দলের কাজকর্মের পরিধি বাড়ায় জায়গার অভাব মেটাতে নতুন বাড়ি তৈরি খুবই জরুরি প্রয়োজন হয়ে ওঠে। প্রথমে চেষ্টা হয়েছিল পুরনোটির মূল অংশ সংরক্ষণ করেই নতুন বাড়ি তৈরির। কিন্তু জায়গা এবং অর্থাভাবে তা সম্ভব হয়নি। ফলে ২০১২ সালের জুন মাসে পুরনো বাড়িটি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়। সারা ভারতের কর্মী সমর্থক শুভানুধ্যায়ীরা তার জন্য অর্থ সংগ্রহ শুরু করেন। তখনই দলের শিল্পী কমরেডরা উদ্যোগ নেন পুরনো বাড়িটির একটি হুবহু প্রতিরূপ বানাবেন তাঁরা। তাই ভাঙার আগেই একেবারে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের ফটোগ্রাফ এবং ভিডিও ছবি তাঁরা তুলে রাখেন। ২০১৪-র ৭ নভেম্বর নতুন ভবনের উদ্বোধনের কিছুদিন পর থেকেই তাঁরা প্রতিরূপটি তৈরির কাজ শুরু করেন। করোনা অতিমারি জনিত পরিস্থিতিতে কাজটি ব্যাহত হলেও শেষ পর্যন্ত গভীর নিষ্ঠা, দক্ষতা ও দীর্ঘ পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এই অনবদ্য প্রতিরূপটি তাঁরা সম্পূর্ণ করেন।

৪৮ লেনিন সরণির ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়ির প্রতিরূপ নির্মাণের কাজে কমরেড মিহির রায়ের নেতৃত্বে ভূমিকা নিয়েছেন, কমরেডস গৌতম ঘোষ, শিবশঙ্কর মানিক, অসীম কুমার দত্ত, অরূপ কুমার মণ্ডল, অর্কদ্যুতি সরকার, অর্ধেন্দু সরকার, শুভেন্দু চ্যাটার্জী ও শ্রী কৌশিক দত্ত।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের শিক্ষার শক্তি অমোঘ

একের পাতার পর

ঘোষ উপস্থিত কর্মী-সমর্থক-সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানালেন মার্ক্সবাদের বিজ্ঞানসম্মত সত্যের পথে সচেতন সংগ্রামে সামিল হয়ে শোষণমুক্তির লড়াইয়ে প্রাণ-মন এক করে ঝাঁপিয়ে পড়ার। বললেন, পথ দুটো— একটা হল বেকারি, গরিবি, নারী নির্যাতন, দুর্নীতি মুখ বুজে সহ্য করে অসম্মানের জীবন কোনও-রকমে কাটিয়ে চলা। অন্যটি হল, যে অন্যায় ব্যবস্থা জন্ম দিচ্ছে এই অসহনীয় পরিস্থিতির, সত্যের অমোঘ শক্তিকে হাতিয়ার করে তার বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ের মর্যাদাময় জীবন বেছে নেওয়া।

সুন্দরবনের জঙ্গলঘেঁষা গ্রাম থেকে এসেছিলেন প্রতিমা বারিক, গোপাল নাইয়ারা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার গুড়গুড়িয়া ভাসা থেকে এসেছেন বাঘের সঙ্গে লড়ে বেঁচে ফেরা অরেজ মোল্লার মতো মানুষজন। নদীতে মিন, কাঁকড়া ধরে কারও জীবন কাটে। কেউ ছোট্ট জমিতে চাষ করেন, জন খাটেন। বাঘ-কুমীর-বিষাক্ত সাপের সঙ্গে নিত্যদিনের লড়াইয়ের কথা বলছিলেন তাঁরা। বলছিলেন সরকারি নানা একুশে আইনে, প্রশাসনের নির্মম উদাসীনতায় কী কঠিন তাঁদের বেঁচে থাকার দৈনন্দিন সংগ্রাম। ময়দানে এসেছেন কেন? প্রশ্ন করতেই জোর গলায় উত্তর এল— আসবো না! এই দলটাই তো আমাদের প্রতিদিনের লড়াইয়ের একমাত্র সাথী। এই দলটাই তো শিখিয়েছে, লড়াই ছাড়া বাঁচার অন্য রাস্তা নেই। শিশুকন্যাকে আঁচলের আড়াল দিয়ে প্রখর রোদের মধ্যে বসেছিলেন চন্দনা মান্না। এসেছেন পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে। —এই গরমে এত কষ্ট করে ময়দানে এলেন? রোদের তাপে লাল হয়ে উঠেছে মুখ। খর চোখে বললেন, মেয়েদের ওপর অত্যাচার যেভাবে বাড়ছে, যেভাবে ধর্ষণ-খুনের বন্যা বইছে, এর বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে চলবে কেন? এই দলটাই তো সমাজবদলের লড়াই গড়ে তুলছে। সেই লড়াইয়ে যোগ না দিলে আমার মেয়েটাকেও কি বাঁচাতে পারব! বাঁকুড়ার মৌমিতা মণ্ডল, শকুন্তলা মাঝি, লিপিকা মণ্ডলরা লড়ছেন পড়াশোনার অধিকার আদায়ের লড়াই। বললেন, বাবা চাষের কাজ করেন। ফসলের দাম মেলে না। এই অবস্থায় বাড়তি ফি দেবো কী করে? আমাদের পড়াশোনাই তো বন্ধ হয়ে যাবে। এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া শিক্ষার দাবিতে লাগাতার লড়াই আর কোনও দল করে নাকি? এই দলের সাথে না থেকে পারি?

এইরকম হাজার হাজার খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের ঢেউ এ দিন কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছিল শহিদ মিনার ময়দানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। এসেছিলেন মধ্যবিত্ত, চাকরিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ছোট ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। কেউ বেরিয়েছেন ভোরবেলায়, কেউ বা আগের দিন দুপুরে বা রাতে ট্রেনে উঠেছেন। কেউ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন নৌকায়। তারপর ট্রেন, বাস ধরে কলকাতা। স্নান হয়নি, খাওয়া হয়নি, রোদের তাপে শরীর পুড়ে যাচ্ছে। তবু মুখ তাঁদের আনন্দের আলোয় উজ্জ্বল। চোখ ভরে রয়েছে স্বপ্নে। এ স্বপ্ন দিন বদলের। এ আনন্দ সমাজবিকাশের লড়াইয়ে সামিল হতে পারার। তাঁদের প্রাণের কথাই যেন সঞ্চারিত হচ্ছিল মঞ্চ থেকে ভেসে আসা '২৪শে এপ্রিল' গানের সুরে— 'দুনিয়ার সবহারা বিপ্লবের সাধিতে দায়িত্ব এদেশে/জন্ম নিল এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট, সুমহান এপ্রিল চব্বিশে'।

ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় চারটে। শুরু হল সভার কাজ। দলের পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের নাম সভাপতি হিসাবে প্রস্তাব করলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল। কেন্দ্রীয় কমিটির আরেক সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত তা সমর্থন করলেন। মঞ্চে এলেন প্রধান বক্তা দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। আসন গ্রহণ করলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কমরেড সৌমেন বসু ও কমরেড গোপাল কুণ্ডু সহ কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা।

এরপর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্যদের, বিভিন্ন গণআন্দোলনের শহিদদের ও কোভিড অতিমারির সময়ে সরকারি অপদার্থতায় নিহত পরিযায়ী শ্রমিকদের স্মরণে শোকপ্রস্তাব পাঠ ও এক মিনিট নীরবতা পালিত হল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও জাতীয় পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন ও সেগুলির সমর্থনে বক্তব্য পেশের পর সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হল।

কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমল প্যারেডের মধ্য দিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি গার্ড অফ অনার প্রদর্শন করার পর শুরু হল প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ভয়ঙ্কর চেহারা তুলে ধরে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে

সমাবেশের মঞ্চে নেতৃবৃন্দ

তিনি বললেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নৃশংস বাহিনির বিরুদ্ধে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে অসমসাহসী সংগ্রাম গড়ে তুলে বিশ্ববাসীকে সভ্যতার ঘৃণ্যতম শত্রু ফ্যাসিবাদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। সমাজতন্ত্র হারিয়ে সেই রাশিয়া আজ সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত। ইউক্রেনের প্রাকৃতিক সম্পদ ও বন্দর দখল করতে একদিকে রাশিয়া, অন্য দিকে আমেরিকা নেতৃত্বাধীন যুদ্ধজোট ন্যাটো রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে লিপ্ত। হাজার হাজার নিরীহ সাধারণ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন, ঘরছাড়া হচ্ছেন। আসলে দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই আজ নিজেদের দেশের অভ্যন্তরে বেকারি, দারিদ্রে জর্জরিত। এই অবস্থা থেকে বিক্ষুব্ধ জনগণের দৃষ্টি ফেরাতে একদিকে তারা উগ্র জাতিবাদী আবেগ তৈরি করছে, অন্য দিকে অর্থনীতির সামরিকীকরণের পথ ধরে অস্ত্রশিল্প চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের পুঁজিবাদী শাসক শ্রেণি সস্তা তেল ও অস্ত্র আমদানির স্বার্থে এবং ভারত-চিন বিরোধে রাশিয়া যাতে চিনের পক্ষে পুরোপুরি চলে না যায়, সেই উদ্দেশ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে না। পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর উস্কানির বিরুদ্ধেও কোনও কথা বলছে না। এর আগে ইরাক সহ নানা দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হানাদারির বিরুদ্ধেও তারা চুপ থেকেছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ দেখান, পুঁজিবাদ শুরুতে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতার স্লোগান তুললেও আজ প্রতি পদে তা ধ্বংস করছে। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক, এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ১৯৪৯ সালের শিক্ষা তুলে ধরে তিনি বলেন, আজ পৃথিবীর উন্নত, অনুন্নত সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই কার্যত ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছে। সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের হাতে

সাতের পাতায় দেখুন

পাঠকের মতামত

শিক্ষক ছাড়াই কি স্কুল চলবে?

২২ মার্চ বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে একজন বিধায়কের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রীরদেওয়া তথ্য অনুসারে, বর্তমানে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ১২০টি পদ শূন্য রয়েছে। ১ এপ্রিল, ২০২১ থেকে ২০২২-এর জানুয়ারি পর্যন্ত ২৪৮৩ জন প্রাথমিক শিক্ষক, ২৩৯১ জন উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এবং ৭১৮ জন শিক্ষাকর্মী অবসর নিয়েছেন। মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৮৫টি, উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৯৫টি এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ২৩ হাজার ৭১১টি শূন্যপদ রয়েছে। তিন স্তরে মোট শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯১ জন। এছাড়া প্রধান শিক্ষকের ৫ হাজার ৮২৪টি এবং শিক্ষাকর্মী ২৯ হাজার ২০৫টি পদ শূন্য রয়েছে। শূন্যপদের মোট সংখ্যা হলো ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ১২০টি।

এত শূন্য পদ নিয়ে শিক্ষা চলছে কী করে? আজ একজন শিক্ষক অবসর গ্রহণ করলে, আগামীকালই কেন সেই শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ হবে না? একদিনও কেন শিক্ষকের অভাবে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে ছাত্রছাত্রীরা? শিক্ষার অধিকার সরকার কি এভাবে কেড়ে নিতে পারে? এই নিয়োগশূন্যতা কার অনুপ্রেরণায়?

সরকারের উদ্দেশ্য কি? সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে বেহাল করে দেওয়া! যাতে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার উপর জনগণের যতটুকু ভরসা অবশিষ্ট আছে সেটাও উঠে যায়! সবাই বেসরকারি শিক্ষার দিকে যায়।

আব্দুল জলিল সরকার
হলদিবাড়ি

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর অসত্য ভাষণ সেভ এডুকেশন কমিটির তীব্র প্রতিবাদ

১৭ এপ্রিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান কলকাতায় এসে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ সারা দেশ মেনে নিয়েছে বলে যে কথা বলেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি দেশের সকল রাজ্য সরকার মেনে নিয়েছে বলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান যা বলেছেন তা অসত্য। বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার এই শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে বিকল্প শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য কমিটি গঠন করেছে। সব থেকে বড় কথা দেশের প্রথম সারির শিক্ষাবিদ সমেত শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রীরা এই শিক্ষানীতি সমর্থন করেননি। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি এবং তার শাখা কমিটিগুলির নেতৃত্বেদেশ জুড়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে। অনলাইন সভা, ধর্না, মিছিল, সেমিনার রাজ্যে রাজ্যে সংগঠিত হচ্ছে। আগামী ৯ মে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির আহ্বানে এই শিক্ষানীতি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করার দাবিতে দিল্লিতে যন্তরমন্তরে ধর্না হবে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন হবে। এই শিক্ষানীতির মাধ্যমে মাতৃভাষার বদলে হিন্দিকেই চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে, কর্মমুখী শিক্ষার নামে মৌলিক শিক্ষাকে অবহেলা করা হচ্ছে, ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের নামে শিক্ষার গৈরিকীকরণ করা হচ্ছে, ইতিহাসের সিলেবাসকে বিকৃত করা হচ্ছে, উগ্র হিন্দুজাত্যাভিমান সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমরা এই শিক্ষানীতির তীব্র বিরোধিতা করছি।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণি কোনও পক্ষই অবলম্বন করতে পারে না

সমাবেশে গৃহীত যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব

আজকের এই সভা লক্ষ করছে যে, ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ান ফেডারেশন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে একতরফা যুদ্ধ ঘোষণা করে সরাসরি সামরিক আক্রমণ চালায়। ইউক্রেনের মাটিতে এ যুদ্ধ হলেও যুদ্ধের মূল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি মার্কিন-ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ ও রুশ সাম্রাজ্যবাদ। পূর্ব ইউরোপ সহ ইউক্রেনে নিজস্ব প্রভাব বিস্তারের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ জোট ন্যাটোর সাহায্যে দীর্ঘদিন ধরেই প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। অন্য দিকে পুঁজিবাদী রাশিয়া ইউক্রেন সহ পূর্ব ইউরোপকে তার নিজস্ব প্রভাবাধীন অঞ্চল বলে মনে করে। এ নিয়েই আদতে সংঘাত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে রাশিয়ার। বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণির মহান শিক্ষক কমরেড লেনিন দেখান, পুঁজিবাদ বিকশিত হতে হতে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উপনীত হয়েছে। কোনও একটি বিশেষ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কথা তিনি বলেননি, পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়াটিকে তিনি দেখিয়েছেন, যার সর্বোচ্চ পরিণতি হল সাম্রাজ্যবাদ।

বিশ্ব-ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর সাম্রাজ্যবাদী নয়া ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিজস্ব প্রভাবাধীন অঞ্চল সৃষ্টির প্রক্রিয়া দেখা দেয়। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদের একটি রূপ হল প্রভাবাধীন অঞ্চল তৈরি। সোভিয়েট ইউনিয়নের অবলুপ্তির পর সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রগুলি যেমন স্বাধীনতা ঘোষণা করে, আবার তার আগেই পূর্ব ইউরোপের পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাশিয়ায় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে তা সংহত হয় এবং রাশিয়ার একচেটিয়া পুঁজিবাদ যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে। সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের আমলে শিল্পের শক্ত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল রাশিয়ায়। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধকল্পে রাশিয়ার সামরিক শক্তিও সমাজতান্ত্রিক শাসনেই যথেষ্ট সংহতি লাভ করেছিল। বাইরের সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া রাশিয়ার এই সামরিক শক্তিকে যথেষ্ট সমীহ করতে বাধ্য হয়। বিশ্ব-পুঁজিবাদী শিবিরে পুঁজিবাদী রাশিয়া ক্রমেই একটি বৃহৎ শক্তি হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দেয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজবাদী গোষ্ঠীর সামনে রাশিয়ার শক্তিকে খর্ব করার পরিকল্পনা চ্যালেঞ্জ হিসাবে আসে। এই লক্ষ্য থেকেই মার্কিন-ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ রাশিয়ার সীমানায় অবস্থিত রাষ্ট্রগুলিকে নিজস্ব প্রভাবাধীন জোটে অন্তর্ভুক্ত করবার তাগিদে তাদের ন্যাটোর সদস্য করতে শুরু করে। রুশ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। রাশিয়াও পাল্টা হুমকি দেয় যে, তার সীমানায় ন্যাটোর অনুপ্রবেশ সে বরদাস্ত করবে না। এই দ্বন্দ্বে ইউক্রেন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। স্বাধীন ইউক্রেনও একটি শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসাবে মাথা তোলে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে সখ্যতা বাড়াতে থাকে। ইউক্রেনকে রাশিয়া তার প্রভাবাধীন অঞ্চল বলে মনে করে। মার্কিন-ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ রাশিয়া মানতে রাজি হয় না। এরই পরিণতিতে রাশিয়া ইউক্রেনের মাধ্যমে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে শিক্ষা দিতে সরাসরি ইউক্রেনে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে। ফলে এ যুদ্ধ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিচারে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ছাড়া কিছু নয়। যেখানে প্রাণ যাচ্ছে রাশিয়া এবং ইউক্রেন দুই দেশেরই শ্রমজীবী জনতার।

ফলে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণি তথা ভারতের শ্রমিক শ্রেণি এই যুদ্ধে কোনও পক্ষই অবলম্বন করতে পারে না। তাই আমরা ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির দল হিসাবে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণকে তীব্র নিন্দা করেছি, একই সাথে ন্যাটোর যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধেও প্রবল ভাবে সোচ্চার হতে বিশ্বের শান্তিকামী জনগণকে আহ্বান জানিয়েছি। আজ এসইউসিআই (সি) দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের এই মঞ্চ থেকেও আমরা জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য। আজকের গুরুতর পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনকে তীব্র করার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

অন্য আলো

একাকীত্ব আজ এক সামাজিক ব্যাধি। এ যেন সমাজেরই পক্ষাঘাত। লোভ, স্বার্থপরতা, নীচতার শিকার হয়ে মানুষ তার সামাজিক পরিসর থেকে সরে গিয়ে ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছে। সমাজের প্রতি ভরসা, আস্থা হারিয়ে সমাজবিমুখ মন আজ বিকৃত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

কয়েক বছর আগে সাংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছিল খবরটা। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ইঞ্জিনিয়ার ছেলে বদ্ধ ঘরে মায়ের লাশ আগলে থেকেছিল দিনের পর দিন। মা মারা যাওয়ার পর ভরসা করার মতো একটি মুখও তার মনে পড়েনি। আত্মীয়স্বজন বা পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে হয়ত একজনকেও তিনি খুঁজে পাননি, যাঁর কাছে অসহায় অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ানো যায়। হয়তো ছোটবেলা থেকে এদের বেড়ে ওঠাটাই ছিল আত্মকেন্দ্রিক বা সমাজবিচ্ছিন্ন। আবার পাড়া-পড়শি, আত্মীয়-পরিজনও এদের আপন করেনি কোনও দিন। তারপর একসময় এসেছে মানসিক অবসাদ, তা থেকে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়া। এমন ঘটনা সমাজে একটি নয়, অনেক।

এই যখন সমাজ-পরিবেশের হাল, তখন ঝাড়গ্রামের সাম্প্রতিক ঘটনা অনন্য নজির তৈরি করল। ঝাড়গ্রাম শহরের কদমকাননে, সিআরপি শিবিরের পাশেই জঙ্গলের মধ্যে এক ভাঙাচোরা বাড়ি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ভুতুড়ে বাড়ি। অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ। সেখানেই বাস প্রাক্তন রেলকর্মী রামচন্দ্র ঘোষের দুই ছেলের। বছর পঞ্চান্নর স্বপন ঘোষ ও বছর চল্লিশের চয়ন ঘোষ। দুজনেই মানসিক অবসাদগ্রস্ত। ছোট ভাই চয়ন আবার পক্ষাঘাতগ্রস্ত, হাঁটা চলা করতে পারেন না। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল, আর হাতে পায়ে নোংরা নখ। ততোধিক নোংরা বিছানায় সারাদিন শুয়ে তিলে তিলে আসন্ন মৃত্যুর দিন গোনা ছাড়া কাজ ছিল না। পাড়া-প্রতিবেশী, বিশেষত আত্মীয়-পরিজনরাও তাঁদের সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন।

বিষয়টি নজরে আসে বিদ্যাসাগর স্মারক সমিতির সম্পাদিকা অর্চনা বেরার। তৎপরতার সাথে তিনি পুলিশ ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এর পর স্বপন-চয়নের চিকিৎসা সহ অন্যান্য সাহায্যের মধ্য দিয়ে সত্যিকারের অর্থে তাঁদের পাশে থাকার মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব নেয় বিদ্যাসাগর স্মরণ সমিতি। সমিতির উদ্যোগে ইতিমধ্যে তাঁদের আধার কার্ড করে দেওয়া থেকে, চিকিৎসা ও খাদ্য সংস্থানের যাবতীয় ব্যবস্থার কাজ শুরু হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন বাধ্য হয়েছে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে, সহযোগিতা করতে। সমিতির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন বহু মানুষ। এই মানবিক উদ্যোগ, সামাজিক দায়িত্ব নেওয়ায় এই তৎপরতা না থাকলে খবরের কাগজে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আরও দুটি মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হত। পড়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন মানুষ। বিদ্যাসাগর স্মরণ সমিতির এই উদ্যোগ পক্ষাঘাতগ্রস্ত সমাজের বুকে যেন এক অন্য আলোর ছোঁয়া।

শক্তি অমোঘ

পাঁচের পাতার পর

রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। চিন্তাজগতে ধর্মীয় উন্মাদনা, ঐতিহ্যবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের চর্চা চালানো হচ্ছে। বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ধ্বংস করে শুধু প্রযুক্তির উন্নতিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হচ্ছে। আজকের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্লোগান প্রহসনে পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ১ শতাংশ ধনকুবেরের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে সমস্ত সম্পদ। বাকি ৯৯ শতাংশ আজ পথের ভিখারি। মুনাফা লালসায় পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আজ পরিবেশ বিপন্ন করছে। গোটা মানবজাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এই অবস্থায় পৃথিবীর সব দেশেই নির্বাচন আজ প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতালোভী সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি গরিবি, বেকারিতে বিপর্যস্ত মানুষকে ভিক্ষা দেয়। টাকা ছড়িয়ে ভোট কেনে। সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে ভোট করায়। এ সবের জন্য টাকা জোগায় ধনকুবের মালিকরা। তারাই তাদের পছন্দমতো দল বা ব্যক্তির পক্ষে প্রচারের হাওয়া তোলে। সেই হাওয়ায় ভেসে যায় অসচেতন সাধারণ মানুষ। এক দলের বদলে অন্য দলকে সরকারি ক্ষমতায় বসায়। যে দলই সরকারে বসুক, প্রত্যেকবারই ভোটে জেতে শাসক শ্রেণি, পরাজিত হয় খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ। কারণ ক্ষমতায় বসে মালিক শ্রেণির স্বার্থে মেহনতি মানুষের ওপর আরও কঠিন আক্রমণ চালায় সরকার।

ফলে শোষণমুক্তির জন্য নির্বাচন নয়, চাই বিপ্লব। চাই সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব ও উন্নত রাজনৈতিক চেতনা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ দেশের বুকে একটি প্রকৃত মার্ক্সবাদী দল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে হাতে-গোনা কয়েকজন সহযোদ্ধা নিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টি গড়ে তোলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। সেই সময় দেশে বৃহৎ বামপন্থী দলের অভাব ছিল না। প্রতিনিয়ত তাদের বিদ্রূপের শিকার হতে হয়েছে কমরেড শিবদাস ঘোষকে। সে সব উপেক্ষা করে, চরম আর্থিক অনটন ও অসংখ্য বাধার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এই দলটিকে গড়ে তুলেছেন কমরেড ঘোষ ও তাঁর সহযোগীরা। আজ রাজ্যের অসংখ্য গ্রাম-শহরে, দেশের ২৩টি রাজ্যে এই এস ইউ সি আই (সি)-ই মেহনতি মানুষের সংগ্রামের একমাত্র ভরসা।

এ দেশের ক্ষমতালোভী সংসদীয় দলগুলি যেভাবে নির্লজ্জের মতো পুঁজিবাদের তল্পিবাহকের ভূমিকা পালন করছে, কমরেড প্রভাস ঘোষ অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে তা ব্যাখ্যা করেন। অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধির পিছনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, পুঁজিবাদের সেবক সরকারি দলগুলি দেশের যুবসমাজকে ধ্বংস করছে। মদ ও অশ্লীলতার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে, নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে মানবদেহধারী এক ধরনের অমানবিক, বিবেকবর্জিত পশুর মতো প্রাণীর জন্ম দিচ্ছে এরা, যারা বিনা দ্বিধায় নারী ধর্ষণ করে, ধর্ষণ করে খুন করে, ভোটের সময় সন্ত্রাস চালায়, বুথ জ্যাম করে, রিগিং করে ভোটে জেতায় দুর্নীতিগ্রস্ত দলগুলিকে।

সমাজের এই ভয়ঙ্কর পরিণামের পিছনে কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূলের মতো দক্ষিণপন্থী দলগুলির পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কমরেড প্রভাস ঘোষ এ দেশের বামপন্থী নামধারী দলগুলির মার্ক্সবাদবিরোধী ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। ইতিহাস তুলে ধরে তিনি বলেন, একসময় পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থার জয়জয়কার ছিল। অথচ কার্যত কমিউনিস্ট নামধারী সিপিআই ও পরে সিপিএমের একের পর এক অ-মার্ক্সবাদী ভুল পদক্ষেপের জন্যই আজ গোটা দেশে দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তির এই রমরমা। নির্বাচনসর্বস্ব এই দলটির ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন, একবার সরকারি ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার পর থেকেই যেভাবে ধীরে ধীরে এই দলটি সংগ্রামী বামপন্থার রাস্তা সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করল, তা দেখে ১৯৬৯ সালেই কমরেড শিবদাস ঘোষ সতর্ক করে বলেছিলেন, আরএসএস-হিন্দু মহাসভা ওৎ পেতে বসে আছে। বামপন্থা দুর্বল হলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাস্তবে হয়েছে ঠিক তাই।

কমরেড প্রভাস ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আজ একচেটিয়া পুঁজিপতি শাসক শ্রেণির সমর্থনে বিজেপি-আরএসএস যেভাবে দেশ জুড়ে উগ্র হিন্দুত্বের প্রসার ঘটাচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে, গণআন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে তা একটা গুরুতর বিপদ। সম্প্রতি রামনবমীর মিছিলের নামে দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরিতে দাঙ্গা বাধিয়েছে তারা। তিনি আরও দেখান, বিজেপি-আরএসএস-এর হিন্দুত্ব এবং বিবেকানন্দের হিন্দুত্বের মধ্যে কোনও মিল নেই। বলেন, আজ দেশপ্রেমের ঢাক পেটালেও, আমাদের দেশের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শত শহিদের রক্তে রাঙা, তা এই হিন্দুত্ববাদীদের চোখে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল।

এই অবস্থায় জনগণকে সচেতন হওয়ার ডাক দিয়ে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, বিষয়গুলি নিয়ে মানুষকে ভাবতে হবে। বুঝতে হবে, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার বদল নয়, চাই শ্রমিক শোষণকারী এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ। দিল্লির কৃষক আন্দোলনের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ৭০০ প্রাণের বিনিময়ে এই আন্দোলন দাবি আদায় করেছে। এদেশে বৃহৎ বামপন্থী দলগুলি সংগ্রামী বামপন্থার রাস্তায় চললে এই অসাধারণ আন্দোলনটিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিরাট সুযোগ ছিল। সুযোগ ছিল শ্রমিক শ্রেণির দাবিতে ডাকা সাম্প্রতিক দু'দিনের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী আন্দোলনের আগুন জ্বালানোর। কিন্তু পথে নেমে মানুষকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করতে একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া কাউকেই দেখতে পাওয়া যায়নি।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, শুরু থেকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলটি মেহনতি মানুষের প্রতিটি দাবি-দাওয়া নিয়ে লড়াই গড়ে তুলছে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে এদেশের মাটিতে বিশেষীকৃত করে, তার বিকাশ ঘটিয়ে যে তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ, সেই সত্যের জোরে সমস্ত অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে লড়ছে এ দেশের একমাত্র সংগ্রামী বামপন্থী দল এস ইউ সি আই (সি)। এমএলএ-এমপি-র জোরে নয়, দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলনের চাপে বহু দাবি অর্জিতও হয়েছে। এর জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে বহু নেতা-কর্মীকে। জেলবন্দি থাকতে হয়েছে সারা জীবন। কিন্তু দল পিছু হঠেনি। তিনি বলেন, সত্যের শক্তি অমোঘ। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের শিক্ষার অমোঘ শক্তিতে বলীয়ান আমরা। যতদিন এ শিক্ষা বহন করব, আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। বলেছেন, কৌশল নয়, ধূর্তামি নয়, কোনও দলের বিরুদ্ধে কুৎসা নয়। যুক্তির ভিত্তিতে সংগ্রাম চলবে। দলে দলে তরুণ-তরুণী এই দলে আসছে। অসহায়তা, হতাশার শিকার না হয়ে এই সংগ্রামে প্রতিটি পরিবার থেকে তরুণ-তরুণীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি, যারা ক্ষুদিরাম হতে চাইবে, প্রীতিলতা হওয়ার স্বপ্ন দেখবে।

এদিন শহিদ মিনার ময়দানের সভায় দেখা মিলেছে অগণন তরুণ মুখের। সাগ্রহে ভাষণ শুনেছেন তাঁরা। তাঁদের এই আগ্রহ সমাজের বর্তমান সঙ্কট থেকে মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষারই ফল। পথ খোঁজার সেই আকুতিই তাঁদের সম্পূর্ণ আলোচনাটি শুনতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

শুধু দলের কর্মী-সমর্থকরাই নন, এদিন এসেছিলেন অন্যান্য দলের বহু মানুষ, ছিলেন বামপন্থী দলগুলির কর্মী-সমর্থকরাও। অবাক বিস্ময়ে তাঁরা লক্ষ করেছেন শ্রোতাদের অটুট মনোযোগ। শহিদ মিনার চত্বরে বাসস্ট্যান্ডের বিভিন্ন দোকান-কর্মচারী, বাসের ড্রাইভার-কন্ডাক্টররাও মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য। বলেছেন, অনেকদিন পর লাল পতাকার এত বড় সমাবেশ দেখলাম। শুনলাম ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান। খুব ভাল লাগছে। চায়ের দোকানে বসা এক ব্যক্তি বললেন, এই একটা দলই মানুষের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। একটি বাম দলের এক কর্মী উপস্থিত ছিলেন এই সমাবেশে। ভাষণ শুনে অভিভূত হয়ে তাঁর মন্তব্য— কোনও উত্তেজক অঙ্গভঙ্গি নেই, জনতার হাততালির লোভে কোনও রকম মনমাতানো কথা নেই, রয়েছে কেবল সংগ্রামী বামপন্থী রাজনীতির পাঠ। মনে হচ্ছে, এতদিন ধরে দল চিনতে শুধু ভুলই করে এসেছি। নদীয়া থেকে আসা একটি বামপন্থী দলের একজন কর্মী বললেন, আজ বুঝলাম, একজনও এমএলএ-এমপি না থাকা সত্ত্বেও কিসের জোরে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) লড়াইয়ের এই প্রেরণা পায়!

এই প্রেরণা আসে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় প্রতিফলিত সত্যের অমোঘ শক্তি থেকে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই সত্যের প্রয়োগ থেকে। ২৪ এপ্রিল প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ শুনে সেই প্রেরণার শক্তি বুকে নিয়ে শহিদ মিনার ময়দান থেকে জীবনের দৈনন্দিন সংগ্রামের ময়দানে আবার পাড়ি জমালেন হাজার হাজার মানুষ। আগুন ঝরানো দিনের শেষে সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া তখন অভিনন্দন জানাচ্ছে তাঁদের।

(কমরেড প্রভাস ঘোষের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য পরে প্রকাশিত হবে)

তাঁরা বলে গেলেন

- টালিগঞ্জ এলাকা থেকে রাজ্যের শাসক দলের এক সমর্থক এসেছিলেন সমাবেশ দেখতে। তিনি নিজের মতো ঘুরেছেন, নানা জনের সঙ্গে কথা বলেছেন। কথা বলেছেন এক পুলিশ কর্মীর সঙ্গেও। দলের যে কর্মীটির সঙ্গে এসেছিলেন, তাকে বললেন, ওই যে পুলিশকর্মী, উনি নিশ্চয়ই আপনাদের সমর্থক। কী করে বুঝলেন? প্রশ্ন করায় তুলে ধরলেন পুলিশ কর্মীর কথা— আমরা তো উর্দি-পরা। অনেক কিছুই বলতে পারি না। আপনারা এই দলটা করছেন। চালিয়ে যান।
- নদীয়া থেকে এক সিপিএম কর্মী এসেছিলেন তাঁর পরিচিত এক কর্মীর অনুরোধে। তিনি কমরেড প্রভাস ঘোষের আলোচনা, বিষয়বস্তু এবং প্রবল দাবদাহের মধ্যে শ্রোতাদের গভীর আগ্রহ দেখে বললেন, এর থেকেই প্রমাণ হয়, এই দলটাই সঠিক। মার্ক্সবাদের ভিত্তিতে বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ শুনে তিনি আক্ষেপের সুরে বললেন, আজ বুঝতে পারছি এতদিন ভুল রাস্তায় চলেছি।
- অন্য দলের একজন বামকর্মী এসেছিলেন তাঁর এক বন্ধুর সাথে। সভা শেষে বললেন, প্রভাসবাবু যা আলোচনা করলেন, তার মধ্যে কোনও উত্তেজনার খোরাক ছিল না। রাজনীতির নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে তিনি যে আলোচনাটা করলেন তা আসলে একটা রাজনৈতিক ক্লাস। এত মানুষ শেষ পর্যন্ত যেভাবে তা শুনলেন, তাতে আমি অবাক। আমি বামফ্রন্টের বহু মিটিংয়ে উপস্থিত থেকেছি, কখনও এ জিনিস দেখিনি।
- বামফ্রন্টের এক যুব সমর্থক কিছুটা কৌতুহল থেকে মাঠে এসেছিলেন। সমাবেশ দেখার পর বললেন, বামফ্রন্টের বাইরে এত বিশাল শক্তি নিয়ে এসইউসিআই(সি) যে আছে এতদিন সেটা বুঝতেই পারিনি। এসইউসিআই-এর বিরাট সাংগঠনিক শক্তি জনগণের সামনে তুলে ধরা দরকার আপনাদের।
- মিটিং থেকে কিছুটা দূরে ডিউটি করছিলেন একদল পুলিশকর্মী। মিটিং শুরুর ঘণ্টা তিনেক পরে তাঁদের মধ্যে এক অফিসার দলের এক কর্মীকে ডেকে বললেন, আপনাদের মিটিং আরও অনেকক্ষণ চলবে? এখনও দেখছি কেউ বেরিয়ে যাচ্ছে না। কর্মীটি তাঁকে জানালেন, এবার শেষ হয়ে এসেছে। আসলে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলেই তাঁরা এমন শৃঙ্খলা দেখতে অভ্যস্ত নন। সেখানে দেখেন এক দিকে যখন মিছিল ঢুকছে, অন্য দিকে মিছিল বেরিয়ে যাচ্ছে। বক্তা যখন বক্তব্য রাখছেন, শ্রোতারা গল্প করছে। এস ইউ সি আই (সি)-র সভা তাই তাঁদের বিস্মিত করেছে।
- বজবজের এক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র বললেন, বাবার কাছে এসইউসি-র নাম শুনেছি। মাঝে মাঝে কাগজে লড়াইয়ের ছবিও দেখেছি। কিন্তু কোনওদিন কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিইনি। এই প্রথম এলাম। প্রবল দাবদাহের মধ্যে এত মানুষ আসবেন, আমি ভাবতেই পারিনি। দলটা এত বড় হয়েছে জানতামই না। দেখে ভাল লাগছে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

নেতাজি স্মরণে
শিলচর-মৈরাঙ বাইক র‍্যালি

১৯৪৪ সালে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ইম্ফল-কোহিমা যুদ্ধজয় ও ১৪ এপ্রিল মৈরাঙে

কর্নেল সৈকত মালিক কর্তৃক আজাদ হিন্দ বাহিনীর পতাকা উত্তোলনের স্মৃতিবিজড়িত আইএনএ কমপ্লেক্সে নেতাজি মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের উদ্দেশ্যে আসামের শিলচর থেকে মৈরাঙ পর্যন্ত বাইক র‍্যালির আয়োজন করে 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১২৫তম জন্মবর্ষ উদযাপন সমিতি'-র কাছাড় ও উত্তর-পূর্ব ভারত শাখা।

সকালে শিলচরের ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে শহরের প্রবীণ নাগরিক বিশিষ্ট সমাজকর্মী হরিদাস দত্ত এই বাইক র‍্যালির ফ্ল্যাগ অফ করেন। আরোহীরা ২৭০ কিলোমিটার দুর্গম পাহাড়ী পথ পাড়ি দিয়ে ওই দিন রাতে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে পৌঁছান। যাত্রাপথে জিরিবাম, নুংবায় বাইক র‍্যালিকে স্বাগত জানান স্থানীয় নাগরিকরা।

১৪ এপ্রিল সকালে ইম্ফলের খুনম লেমপাকের ইউথ হোস্টেলে মৈরাঙ দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কমিটির মণিপুর রাজ্য সভাপতি থাউজেওজাম নুগুবা সিং, সহ সভাপতি প্রেম সিংহ, সাধারণ সম্পাদক ডা. এইচ গিতাজেন মৈথি, কোষাধ্যক্ষ ডা. এনড্রেনবাম কিরণ সিং সহ সর্বভারতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ও বাইক আরোহীরা। থাউজেওজাম নুগুবা সিং-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সহ-সভাপতি অধ্যাপক অজয় রায়, নাগাল্যান্ড সরকারের প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক সেজাম নন্দেশ্বর সিং এবং রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক থেকচাম রামেশ্বর সিং ও সর্বভারতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ভারতী মুখার্জী।

অনুষ্ঠানে কমিটির আসাম রাজ্য শাখার অন্যতম সদস্য জিতেন্দ্র চালিহা জ্যোতিপ্রসাদ আগরওলার রচিত একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। দুপুরে ইম্ফল থেকে মৈরাঙে পৌঁছে সেখানে নেতাজি মূর্তিতে মাল্যদান করেন বাইক আরোহী সহ উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মণিপুর রাজ্য কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা থোকচম সুজাবরো সিং ও ত্রিপুরা রাজ্য শাখার সদস্য ভবতোষ দে প্রমুখ।

১৫ এপ্রিল বাইক আরোহীরা ইম্ফল থেকে ফিরে আসার পথে মণিপুরের নুনে জেলার খোংসাং এলাকায় ৩৭ নং জাতীয় সড়কে ভূমি ধস নামার ফলে দীর্ঘসময় আটকে পড়ে। অতি দুর্গম ঘুরপথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাইক আরোহীরা রাত সাড়ে ন'টায় মণিপুরের সীমা অতিক্রম করে আসামে প্রবেশ করলে জিরিঘাট বাজারে ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে স্থানীয় ইউনাইটেড ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় নেতাজি মুর্তির পাদদেশে বাইক আরোহীদের উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। ফুলেরতল বাজারে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির পাশে নেতাজির ১২৫তম জন্মবর্ষ উদযাপন সমিতি, লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বাইক আরোহীদের। একইভাবে বাঁশকান্দি, রংপুর ইত্যাদি এলাকার বাসিন্দারা ঝড়ের রাতে বাইক আরোহীদের স্বাগত জানান। রাতে বাইক আরোহীরা শিলচরে পৌঁছে নেতাজি মূর্তিতে মাল্যদান করে এই বাইক র‍্যালির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রকাশিত হল

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য এক বক্তৃতা সম্বলিত পুস্তিকা

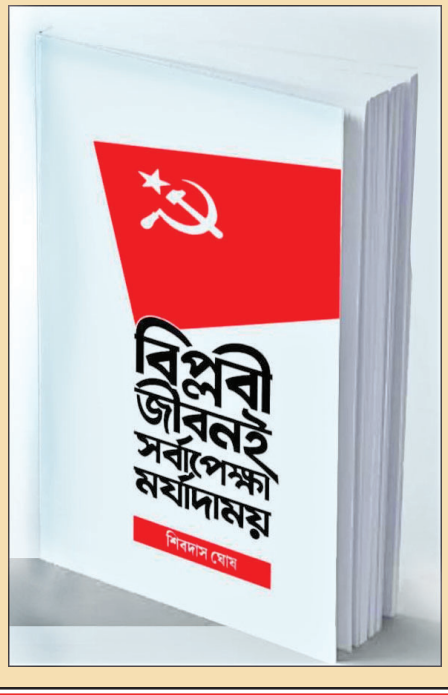

রাজ্যে খুন-ধর্ষণ-দুর্নীতির
তীব্র প্রতিবাদ বুদ্ধিজীবী মঞ্চের

রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে সোচ্চার হল শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ। ১৯ এপ্রিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মঞ্চের পক্ষ থেকে বলা হয়, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষের কারবার ও চরম দুর্নীতি চলছে। খুন, ধর্ষণ, দৈনন্দিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীর নিরাপত্তা চূড়ান্ত বিঘ্নিত। ৩ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে অসংখ্য ধর্ষণের ঘটনার উল্লেখ করে মঞ্চের নেতৃবৃন্দ বলেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিযুক্তরা শাসকদলের আশ্রিত। অভিযুক্ত পুলিশকর্মীও। হাঁসখালিতে ধর্ষিতাকে খুন করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে সব প্রমাণ লোপাট করতেই। সেই ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর অসংবেদনশীল মন্তব্য রাজ্যবাসীকে হতবাক করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর এরূপ মন্তব্য অপরাধকে লঘু করা এবং অপরাধীকে আড়াল করার নামান্তর, যা তাঁর সাংবিধানিক পদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

বক্তব্য রাখছেন মঞ্চের সভাপতি বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী

এ দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী, বিমল চ্যাটার্জী, সুজাত ভদ্র, ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, তরুণ মণ্ডল, দিলীপ চক্রবর্তী, আলোক চট্টোপাধ্যায়, অনিতা রায়, কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, রূপশ্রী কাহালী, অশোক সামন্ত, অজয় চ্যাটার্জী প্রমুখ। লিখিত বক্তব্য পাঠান মীরাতুন নাহার, শ্যামল চক্রবর্তী, শতরূপা সান্যাল, পল্লব কীর্তনিয়া।

রাজ্যে নির্বাচনী সন্ত্রাস উল্লেখ করে তাঁরা বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শাসকদল জনগণের উপর স্বৈরতন্ত্রের স্টিমরোলার চালিয়ে দেয়। নির্বাচনের আগে শাসক দলের ভূমিকা সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুকূল নয়—লোকসভা, বিধানসভা, পৌরসভা, পঞ্চায়েত নির্বাচনগুলিতে বারবার তা নগ্নভাবে দেখা গেছে। শুধু বিরোধীদের উপরই নয়, শাসকদলের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ, খুন প্রভৃতি ঘটনা ঘটে চলেছে। পুলিশ প্রশাসনের দাসসুলভ আচরণ, নীতিহীন রাজনীতি, রাজ্যকে দুর্নীতি-দুর্বৃত্ত-সিন্ডিকেট ও পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে। এসব নিয়ে প্রশ্ন তুললেই এ রাজ্য 'যোগীরাজ্য' থেকে ভাল—এই তুলনা টেনে এই ভয়ঙ্কর সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুভব করে মঞ্চের নেতৃবৃন্দ ১০ দফা দাবি কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আহ্বান রেখেছেন। দলীয় রঙ বিচার না করে ধর্ষকদের শাস্তি, পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষভাবে কাজ করা, মানবাধিকার রক্ষা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করা, চাকরিতে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ, আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ না করা ইত্যাদি তার মধ্যে অন্যতম।

রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ন্যায় বিচারের দাবি লিগাল সার্ভিস সেন্টারের

সাম্প্রতিককালে যে ভাবে বিচারব্যবস্থার ওপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাব বিস্তারের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে। বিচারক ও বিচারব্যবস্থাকে এভাবে বিভিন্ন দলের পক্ষে টানা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। এর বিরুদ্ধে লিগাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে ২১ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্ট সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাকোর্ট ও সাব-ডিভিশনাল কোর্টে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তাদের দাবি— ১) বিচারব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করতে হবে,২) বিচারব্যবস্থার দলীয়করণ বন্ধ করতে হবে, ৩) গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধানস্তম্ভ বিচারব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, ৪) পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কোর্টে শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। এই দাবিতে লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।

কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবীদের বিক্ষোভ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com